বরাবর

মুহাদ্দিসিনে কেরাম উচ্চতর হাদীস গবেষনা বিভাগ,

আল-জামেয়াতুল আহ্লিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম,বাংলাদেশ।

বিষয় ঃ উন্মুল মুমিনিন আয়শা রা. এর বিবাহর সময় বয়স সংক্রান্ত বিভ্রান্তি নিরসনের আবেদন।

আচ্ছালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়বারাকাতুহু

মহাত্মন,সালাম বাদ আরজ এই যে, আমরা বহুকাল যাবৎ জেনে আসছি উন্মুল মুমিনিন আয়শা রা. যখন রাসূল সা. এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর বা এর চেয়ে সামান্য বেশি। আমি নিজেও এর উপর বিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু কিছু দিন আগে আমি এক অনুসন্ধানে দেখতে পাই রাসূল সা. এর সঙ্গে বিয়ের সময় তার বয়স ছয় বছর নয়, নূন্যতম ১৮/১৯ বছর ছিল। নিন্মে আমি আমার অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যগুলো উল্লেখ করলাম।

১. আয়শা রা.এর বিয়ে হয় তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে ইংরেজি ৬২৩-৬২৪ সাল। যদিও বলা হয় আয়শা রা. এর জন্ম ৬১৪ খৃঃ । বুখারীতে এসেছে কুরআনের ৫৪ তম অধ্যায় নাজিলকালে আয়শা রা. একজন কিশোরী বয়স্কা ছিলেন । উল্লেখ্য ৫৪ তম অধ্যায় নাজিল হয় ৬১২ খৃঃ। সে হিসেবে আয়শা রা. এর বয়স ১০ বছর হলেও ৬২৩-২৪ খৃঃ তার বয়স ২০ বছরের নিচে নয়।

সহীহ বুখারী কিতাবুত : তাফসীর, বাবু : বালিছ ছায়াতু মাওয়িদুহুম

২. অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে আয়শা রা. বদর যুদ্ধে ৬২৪ খৃঃ ও উহুদ যুদ্ধে ৬২৫ খৃঃ অংশগ্রহন করেছেন। উল্লেখ্য, রাসুল সা. এর বাহিনীতে ১৫ বছরের কম বয়স্কদের ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং আয়শা রা.এর বয়স ৬ বা ৯ ছিল না বলাই বাহুল্য

কিতাবুল জিহাদ ওয়াছ ছিয়ার. বাবুঃ গজওয়ান নিসা ও কিতালুহুম মায়া রিজাল/কিতাবুল মাগাজি,বাবু : গজওয়াতুল খন্দক ও হিয়াল আহজাব।

৩. অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে আয়শা রা.এর বোন আসমা রা. ছিলেন তার চেয়ে ১০ বছরের বড়। ইতিহাস থেকে জানা যায় আসমা রা. ৭৩ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল ১০০ বছর। সে হিসেবে ১ম হিজরীতে তার বয়স ২৭ বছর। এই হিসেবে হযরত আয়শা রা. এর বয়স তখন ১৭ এর কম ছিল না।তাহলে ৬২৩-৬২৪ খৃঃ তার বায়স ১৮/১৯ বছর।

ছিয়ারু আলামিন নুবালা ২/৮৯ মুয়াছছাছাতুর রিসালা, বৈরুত ১৯৯২/আল বিদায়া ও নিহায়া ইবনে কাছির ৮/৩৭২ দারুল ফিকর আল আরবী ১৯৯৩ইং.

৪. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারীর বই থেকে পাওয়া যায় হযরত আবু বকর রা. এর চার সন্তান ছিলো, তারা সকলেই ইসলাম পূর্ব যুগে জন্মগ্রহন করেন। ইসলাম পর্ব যুগ ৬১০ খৃঃ শেষ হয়। তাহলে নিশ্চয়ই আয়শা রা. এর জন্ম ৬১০ খৃঃ পূর্বে। সে হিসেবেও তিনি বিয়ের আগে ৬/৯ বছরের ছিলেন না।

তারিখ উমামুল মুলুক-তাবারী : ৪/৫০ দারুল ফিকর বৈরুত :১৯৭৯ইং

৫. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম থেকে জানা যায় আয়শা রা. হযরত ওমর রা. এর বেশ আগে ইসলাম গ্রহন করেন, ওমর রা. ৬১৬ খৃঃ ইসলাম গ্রহন করেন। আবার হযরত আবু বকর রা.ইসলাম গ্রহন করেন

৬১০ খৃ:। সুতরাং আয়শাও ৬১০এর কাছাকাছি সময়ে ইসলাম গ্রহন করেন । তার অর্থ দাড়ায় তিনি (আয়শা) ৬১০ খৃ: আগেই জন্মগ্রহন করেন। কোন ধর্ম গ্রহনের নুন্যতম বয়স ৬/৭ বছর হলেও তার ছিল। সে হিসাবে ৬২৩-৬২৪ খৃ: তার বয়স ১৮/১৯ হয়।

সিরাতুন নববিয়াহ-ইবনে হিশাম : ১/২২৭ মাকতাবুর রিয়াদ

৬. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল গ্রন্থে উল্লেখ আছে হযরত খাদিজা রা.এর মৃত্যুর পর (৬২০ খৃ:) রাসুল সা.এর জন্য খাওলা নামের একজন দুটি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। যার মধ্যে আয়শা রা. এর নাম উল্লেখ করবার সময় একজন্ পূর্ন বয়স্কা যুবতি হিসেবে উল্লেখ করেন, ছোট্ট শিশু হিসেবে্ নয়।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল ৬/২১০ এহইয়ায়ুত তুরাছ আল আরাবী বৈরুত

৭. ইবনে হাজর আসকালানীর মতে হযরত ফাতেমা রা.আয়শা রা. থেকে ৫ বছরের বড় ছিলেন। ফাতেমা রা.এর জন্মের সময় রাসুল সা.এর বয়স ছিল ৩৫ বছর। সে হিসেবে আয়শা রা.এর জন্মের সময় রাসুল সা.বয়স ৪০ হবার কথা। আর তাদের বিয়ের সময় আয়শা রা.এর বয়স ১৪-১৫ হবার কথা।

আল ইছাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা ৪/৩৭৭ মাকতাবতুর রিয়াদ আল হাদিসিয়াহ ১৯৭৮ইং

এখন বিজ্ঞ মুহাদ্দিসিনে কেরামের কাছে আমার প্রশ্ন হল রাসুল সা. এর সাথে হযরত আয়শা রা.্এর বিয়ের সময় তার বয়স ৬ বছরের উর্দ্ধে হওয়ার পক্ষে এতগুলো তথ্য প্রমান থাকা সত্ত্বেও কেন তার বয়স ৬ বছর বলা হয় ? এটা কি ভুল নয় ? যেহেতু তার বয়স ৬ বছর ধরা হলে রাসল সা. কে বাল্য বিবাহ দোষে দুষ্ট হতে হয়, সেক্ষেত্রে তার বয়স বিয়ের সময় ১৮/১৯ বছর ধরাই উত্তম নয় কি?

বিজ্ঞ মুহাদ্দিসিনে কেরামের কাছে সদুত্তর আশা করছি।

১৫/১০/২০১২ইং

ফারাবী সাফিউর রহমান
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হাদীস, সিরাত, ইতিহাস গ্রন্থাদি অধ্যায়নে একথা স্পষ্টত প্রমাণ হয় যে, বিবাহের সময় আয়শা রা. এর বয়স ছয় বৎসর ছিল। আর যখন রাসূলুল্লাহ সা. তাকে উঠিয়ে নেন, তখন তার বয়স নয় বৎসর। বিবাহ তারিখ নবুয়াত প্রাপ্তির দশম বৎসর শাওয়াল মাস। উঠিয়ে নেন প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে।

عن عروة قال توفيت خديجة قبل مخرج النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة بثلث سنين فلبث سنتين او قريبا من ذلك ونكح عائشة رض. وهى بنت ست سنين ثم بنى بها وهى بنت تسع سنين (بخارى 551/1كتاب : بنيان الكعبة.باب تزويج النبى صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومه المدينه وبنائها بها)

ওরওয়া রা. বলেন, খাদিজা রা. রাসূলুল্লাহ সা. এর মদীনায় হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে মারা যান। দুই বৎসর বা তার কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করেছেন এবং আয়শা রা. কে বিবাহ করেছেন যখন তার বয়স ছয় বছর। অতপর রাসূলুল্লাহ সা. তাকে উঠয়ে নিয়েছেন যখন তার বয়স নয় বছর। (বুখারীঃ ১/৫৫১)

فلبث سنتين اوقريبا من ذلك الخ. এর ব্যাখ্যায় ইবনে হজর আসকালানী রহ. ফতহুল বারীতে লেখেন,

اي لم يدخل على احد من النساء

দুই বৎসর বা তার কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করেছেন। অর্থাৎ কোন স্ত্রীর সাথেই সহবাস করেন নি। সুতরাং হাদীসের এ বাক্য দ্বারা ধোকার কোন সুযোগ নেই যে, খাদিজার রা.মৃত্যুর অন্তত দু বছর পর রাসূলুল্লাহ সা. অন্যান্য স্ত্রীদের বিবাহ করেছেন, তাই নিঃসন্দেহে আয়শার বিবাহ হিজরতের পরে হয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. বিবাহ করেছেন কিন্তু স্ত্রী সহবাস করেন নি প্রায় দুবছর যাবত। যা উপরে উল্লেখ করেছি। (ফতহুল বারীঃ ৭/২৬৮)

عن عائشة رضى الله عنها قالت: تزوجها رسول الله صلى لله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة (مسلم: 456/1 كتاب النكاح باب: جواز تزويج الاب البكر الصغيرة)

আয়শা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বিবাহ করেছেন যখন তার বয়স ছয় বছর এবং উঠিয়ে নিয়েছেন, যখন তার বয়স নয় বছর। রাসূলুল্লাহ সা. যখন মারা যান তখন তার বয়স আঠার বছর। (মুসলিমঃ ১/৪৫৬)

عن حبيب مولى عروة... وكانت عائشة رضى الله عنها ولدت في السنة الرابعة من النبوة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في شوال وهي يومئذ ابنة ست سنين (المستدرك: ৫/8 ذكر عائشة/تسمية ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم)

হাবীব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়শা রা. জন্মগ্রহণ করেন, নবুয়াতের চতুর্থ বছরে, রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বিবাহ করেছেন নবুয়াতের দশম বছর শাওয়াল মাসে তখন তার বয়স ছয় বছর। (মুসতাদরাকঃ ৪/৫)

عنِ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ بِمَكَّةَ مُتَوَفَّى خَدِيجَةَ وَدَخَلَ بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ (مسند احمد: 24867)

আয়শা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বিবাহ করেছেন মক্কায় খাদিজার মৃত্যুর যামানায়। তখন আমার বয়স ছয় বছর এবং রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, মদীনায় নয় বছর বয়সে। (মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১১৮ হা. ২৪৮৬৭)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হলো, রাসূলুল্লাহ সা. আয়শা রা. কে বিবাহ করেছেন মক্কায় নবুয়াতের দশম বছর ছয় বছর বয়সে। আর উঠিয়ে নিয়েছেন মদীনায় নয় বছর বয়সে প্রথম হিজরীতে।

এছাড়া আরো অনেক হাদীস দ্বারা এমতের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন মুনাফেক কর্তৃক আয়শা রা. কে অপবাদ দেওয়ার ঘটনা ঘটে পঞ্চম হিজরী গজওয়ায়ে বনু মুসতালিক থেকে ফেরার পথে। উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আয়শা রা. বলেন, (بخاريى كتاب المغازى باب: حديث الافك) وكنت جارية حديثة السن আমি অল্প বয়স্কা মেয়ে ছিলাম। (বুখারী হা. ৩৮২৬ মাগাযী অধ্যায়)

এখন আপনার দাবী অনুযায়ী তখন তার বয়স ২২ বছর। তাহলে "আমি অল্প বয়স্কা ছিলাম" একথার কি অর্থ হতে পারে? একজন ২২ বছর বয়স্কা মহিলাকেও কি অল্প বয়স্কা বলা হয়?

এতক্ষন পর্যন্ত সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচনা করলাম। এখন আমরা ইতিহাস ও সিরাত গ্রন্থের আলোকে কিছু আলোচনা করব।

عن عروة قالت: سمعت عائشة تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة عشر من النبوة قبل الهجرة لثلاث سنين وأنا ابنة ست سنين، وهاجر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وأعرس بي في شوال على رأس ثمانية أشهر من المهاجر، وكنت يوم دخل بي ابنة تسع سنين. (**الطبقات الكبرى لابن سعد: 41/6 رقم الراوى: 4120 في ذكر ازواج الرسول**)

আয়শা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বিবাহ করেছেন, হিজরতের তিন বছর পূর্বে, নবুয়াতের দশম বছর। তখন আমার বয়স ছয় বছর। অতপর হিজরত করে বারই রবিউল আউয়াল মদীনায় এলেন। সোমবার আমাকে উঠিয়ে নিলেন হিজরতের আট মাস পরে শাওয়ালে, যখন আমার বয়স নয় বছর। (তবকাতে ইবনে সা'দঃ ৬/৪১)

قوله: تزوجها وهى ابنة ست سنين وبنى بها وهى ابنة تسع مالا خلاف فيه بين الناس (البداية والنهاية: ১৩৭/৩ فصل في تزويجه بعد خديجة)

রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বিবাহ করেছেন ছয় বছর বয়সে, উঠিয়ে নিয়েছেন নয় বছর বয়সে। এব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। (আল বিদায়া ওয়ান নেহায়াঃ ৩/১৩৭)

تزوجها بمكة في شوال سنة عشر من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين ولها ست سنين (المواهب اللدنية: ২/৮১ في ذكر ازواج الطاهرات)

রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বিবাহ করেছেন হিজরতের তিন বছর পূর্বে, নবুয়াতের দশম বছর শাওয়াল মাসে। তখন তার বয়স ছয় বছর। (মাওয়াহেবুল লাদুনিয়াঃ ২/৮১)

تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين وبنى بها في شوال في السنة الاولى من الهجرة وعمرها تسع سنين (زاد المعاد: ১/৭৯ فصل في ازواجه)

রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বিবাহ করেছেন শাওয়াল মাসে যখন তার বয়স ছয় বছর। উঠিয়ে নিয়েছেন প্রথম হিজরীর শাওয়ালে নয় বছর বয়সে। (যাদুল মায়াদঃ ১/৭৯)

ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وقيل: سبع ويجمع بأنها كانت أكملت السادسة ودخلت في السابعة ودخل بها وهي بنت تسع وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى (**الاصابة: 359/4 ترجمة عائشة**)

আয়শা রা. জন্মগ্রহণ করেন নবুয়াতের চতুর্থ বা পঞ্চম বছরে এবং রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বিবাহ করেছেন ছয় বছর বয়সে। আর কেউ কেউ বলেছেন সাত বছর বয়সে, সমন্নয় করেছেন এভাবে ৬ বছর শেষে ৭ বছরে পদার্পণ করেছিলেন। তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন প্রথম হিজরীর শাওয়ালে নয় বছর বয়সে। (ইসাবাঃ ৪/৩৫৯)

বি.দ্র.- জন্মগ্রহণ করেন চতুর্থ বছরের শেষে পঞ্চম বছরের শুরুতে। তাই তিনি বলেছেন চতুর্থ বা পঞ্চম বছরে।

রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বিবাহ করেছেন ছয় বছর বয়সে কেউ কেউ বলেছেন সাত বছরে এখানেও কোন বিরোধ নেই। কারণ তিনি বিবাহের সময় ছয় বছর শেষ করে সাত বছরে পদার্পন করেন। তাই কেউ কেউ ছয় বছর বলেছেন তাদের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ ছয় বছর। যেহেতু সাত বছর মাত্র শুরু হয়েছে তাই সাত বলেন নি। আর যারা সাত বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্য সাত চলমান তাই কোন সংঘর্ষ নেই।

হাদীস, সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে একথা প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ সা. আয়শাকে যখন বিবাহ করেন, তখন তার বয়স ছয় বছর আর যখন উঠিয়ে নেন তখন তার বয়স নয় বছর।

হ্যাঁ, তবে বিবাহ এবং উঠিয়ে নেওয়ার সন, তারিখ নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ দেখা যায়। কিন্তু বিবাহ বয়স নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। যেমন ইবনে আব্দুল বার রহ. লেখেন,

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين (الاستيعاب: ২/৫৪৫ ترجمة عائشة)

রাসূলুল্লাহ সা. তাকে হিজরতের দুই বছর পূর্বে মক্কায় বিবাহ করেছিলেন। (আল ইসতিয়াবঃ ২/৫৪৫)

وأجمعوا على أنه لم يبن بها إلا في المدينة قيل: سنة هاجر وقيل: سنة اثنتين من الهجرة في شوال وهي ابنة تسع سنين وكانت حين عقد عليها بنت ست سنين (الاستيعاب: 34/1 ترجمة محمد صلى الله عليه وسلم)

এব্যাপারে সকলে একমত যে, রাসূলুল্লাহ সা. তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন মদীনায়। কেউ বলেছেন হিজরতের বছরই আবার কেউ বলেছেন হিজরতের দ্বিতীয় বছর শাওয়াল মাসে, তখন তার বয়স নয় বছর। আর যখন রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বিবাহ করেছেন তখন তার বয়স ছয় বছর। (প্রাগুক্ত ১/৩৪)

وابتنى بها بالمدينة وهى ابنة تسع لا اعلمهم اختلفوا في ذلك (استيعاب: ২/৫৪৫)

এব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সা. যখন তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন তার বয়স নয় বছর। (প্রাগুক্ত ২/৫৪৫)

এছাড়াও আরো কিছু গ্রন্থে এমন উল্লেখ পাওয়া যায় যা উপরে উল্লেখ করলাম।

আমরা উপরের আলোচনা দ্বারা এতটুকু বঝলাম যে, বিবাহের সময় আয়শার বয়স ছয় আর উঠিয়ে নেওয়ার সময় বয়স নয় এব্যাপারে সবাই একমত। কারো কোন ভিন্নমত নেই। আর এটাও লক্ষ্য করলাম, বিবাহ এবং উঠিয়ে নেওয়ার মাঝে তিন বৎছরের ব্যবধান এটাও সবাই মানে। একারণে যারা বিবাহ হিজরতের দেড় বছর পূর্বে মানে, তারা দ্বিতীয় হিজরীতে উঠিয়ে নেয়ার কথা মানে। আর যারা হিজরতের তিন বছর পূর্বে বিবাহ হয়েছে বলেন, তারা প্রথম হিজরীতে উঠিয়ে নেয়ার কথা বলেন। সুতরাং কোন সমস্যা নেই।

গবেষক সাহেব, আয়শা রা. এর বিয়ে ১৮/১৯ বছর বয়সে হয়েছে,এটা প্রমাণের জন্য প্রশ্নেপত্রে ৭টি যুক্তি পেশ করেছেন।

১নং পয়েন্ট

তার প্রথম যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, "আয়শার বিয়ে হয় ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসে" কিন্তু দুঃখ জনক ব্যপার হল তিনি একথার কোন রেফরেন্স দেননি। তাই একথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ইতিহাস, সিরাত গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করি কিন্তু কোথাও কোন ঐতিহাসিক একথা বলেছেন- বলে পাইনি। বরং সমস্ত সিরাতও ইতিহাসবিদগণ একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, আয়শা রা. বিবাহ হিজরতের ৩ বৎসর পূর্বে হয়েছে। সম্ভবত গবেষক সাহেব এর দৃষ্টি ভ্রম হয়েছে তিনি হিজরতের পূর্ব কে হিজরতের পর মনে করেছেন। তাই লিখেছেন 'তৃতীয় হিজরীর পরে'

তার পর গবেষক সাহেব লিখিছেন, ইংরেজী ৬২৩-৬২৪ সাল" এর উত্তরে শুধু এতটুকু লিখব যে,

গবেষক সাহেব আপনি যে সব যুক্তি পেশ করেছেন, তার ৪নং যুক্তিতে একথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন "ইসলাম পূর্ব যুগ ৬১০ খৃ: শেষ হয়" এবং ৬নং যুক্তিতে উল্লেখ করেছেন "খাদিজার মৃত্যুর পর ৬২০ খৃ: রাসুলের জন্য খাওলা নামের একজন ২টা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে" যেহেতু আপনি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন ইসলাম পূর্ব যুগ ৬১০ খৃ শেষ হয় সুতরাং নবুয়াতের ১ম বৎসর ৬১০ খৃ: আর আপনিই উল্লেখ করেছেন খাদিজা রা. মারা যান ৬২০ খৃ. অর্থাৎ নবুয়াতের দশম বৎসর । আর মুসনাদে আহমদের যে হাদিসের রেফারেন্স আপনি পেশ করেছেন, সে হাদিসেই স্পষ্ট উললেখ আছে। খাওলার প্রস্তাবের পরেই (খাদিজার মৃত্যুর বছরই) রাসূল সা. তাকে বিবাহ করেছেন।আর এটা নিঃসন্দেহে ব্যাপার যে, খাদিজার মৃত্যু নবুয়াতের ১০ম বৎসর অর্থাৎ হিজরতের ৩ বৎসর পূর্বে। সুতরাং আয়শার বিবাহও ৬২০ ইং তে যা আপনার কথা দ্বারাই প্রমানিত। সুতরাং আপনি কিভাবে আয়শার রা.বিবাহ ৬২৩-৬২৪ খৃ. বলে দিলেন তা আমাদের বোধ গম্য নয়

দ্বিতীয় একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, রাসুল সা. এর জন্ম প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ৫৭০ খৃ:-আর এক অনুসন্ধানে ৫৭১ খৃ: ও পাওয়া যায়।- যদি ৫৭০ খৃ: ধরি তাহলে ৬২৩ ইং তে নবুয়াতের ১৩তম বৎসর হয় । আর রাসুলের জন্ম ৫৭১ খৃ.তে ধরলেও নবুয়াতের ১২তম বৎসর হয় হিজরতের ৩য় বৎসর কোন হিসাব মতেই হয় না। কিন্তু কিভাবে আপনি লিখে দিলেন "আয়শার বিয়ে ৩য় হিজরীতে শাওয়াল মাসে ৬২৩ খৃ: " তা আমাদের বুঝে আসছেনা।

তারপর আপনি লিখেছেন"যদিও বলা হয় আয়শার রা. জন্ম ৬১৪ খৃ: বুখারীতে এসেছে কুরআনের ৫৪তম অধ্যায় নাজিল কালে, আয়শা রা. একজন কিশোরী বয়স্কা ছিলেন। উল্লেখ্য ৫৪তম অধ্যায় নাজিল হয় ৬১২ খৃ: সে হিসেবে আয়শা রা. এর বয়স ১০ বছর হলেও ৬২৩-৬২৪ খৃ. তার বয়স ২০ বসৎরের নিচে নয়"

গবেষক সাহেব আপনি এখানে আয়শার রা. জন্ম তারিখ এবং তার থেকেই বর্ণিত হাদিস পরস্পর সাংঘর্ষিক এটা দেখাতে চেষ্টা করেছেন, কারণ: আপনি পরবতীর্তে উল্লেখ করেছেন, কুরআনের ৫৪তম অধ্যায় (সুরা ক্বামার) নাজীল হয় ৬১২ খৃষ্টাব্দে, সুতরাং যদি আয়শার জন্ম ৬১৪ খৃ: মেনে নেওয়া হয় তাহলে উল্লেখিত হাদিসে যেখানে তিনি নিজেই বলেন কুরআনের ৫৪ তম অধ্যায় নাজিল কালে আমি কিশোরী বয়স্কা ছিলাম , নিশ্চিত ভাবে বাতিল হবে। কারণ ৫৪তম অধ্যায় নাজিল হয় ৬১২ইং আয়েশার জন্ম ৬১৪ইং তাহলে কিভাবে ৫৪তম অধ্যায় নাজিল কালে তিনি কিশোরী বয়স্কা ছিলেন, যখন তার জন্মই হয়নি ? আর যদি উক্ত যুক্তির কারনে ৬১৪ খৃ.তে তার জন্ম বাতিল বলে মেনে নেই তাহলে অসংখ্য হাদিস যেখানে উল্লেখ আছে আয়শার বিবাহ ৬ বৎসর বয়সে নবুয়াতের ১০ম সৎসর ,৯ বৎসর বয়সে তার বাসর, ১৮ বৎসর বয়সে বিধবা, এই হাদিসগুলো বাতিল হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যেহেতু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে কুরআনের ৫৪ তম অধ্যায় নাজিলের তারিখ নিয়ে কারণ তিনি বলেছেন ৬১২খৃ. নাজিল হয়েছে। অথচ তিনি একথার কোন রেফারেন্স দেননী। তাই আমরা হাদিস ও তাফসীরের কিতাবাদি অধ্যায়ন করে জানতে পারি যে, সুরা ক্বামার ৬১৮খৃ. বা তার পরবর্তী কোন সময় অবর্তীণ হয়েছে। কারণ এখানে চন্দ বিদীর্নের ঘটনা বিবৃত হয়েছে । আর এই ঘটনা হিজরতের ৫ বৎসর পূর্বে তথা নবুয়াতের ৮ম বৎসর ৬১৮-৬১৯ খৃ: সংঘটিত হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত

قال رأيت القمر فشقا بشقتين ... بمكة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم (مستدرك، رقم: ٣٧٥٩ ، تفسير سورة القمر)

তিনি বলেন রাসুলের সা. হিজরতের পূর্বে মক্কায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হতে দেখেছি (মুস্তাদরাক এ হাকেম হা:৩৭৫৭)

انفصل بعضه عن بعض وصار فرقتين وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بنحو خمس سنين (روح المعانى: ٢٧/٩٨ سورة القمر)

চাঁদের এক অংশ অপর অংশ থেকে পৃথক হয়ে দু টুকরো হয়ে গেল। আর এ ঘটনা হিজরতের ৫ বসৎর পূর্বে (রুহুল মায়ানী ২৭/৯৭ সুরাতুল কমর । আরো দেখুন বাজলুল কুওয়া ফি হাওয়াদিছে ছন্নে নবুওয়াত পৃ.৩১ ফতহুল বারী চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া অধ্যায় ৭/২২০-২২৪)

মোটকথা, চন্দ্রবিদির্ণ হওয়ার ঘটনা নবুয়াতের ৮ম বৎসরে সংঘটিত হয়েছে, আর যেহেতু সুরা ক্বমারে এ ঘটনা মাজির সিগা দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং এটা স্পষ্ট বিষয় যে,কুরআনের ৫৪তম অধ্যায় ৬১৮ খৃ বা তার পরবর্তী কোন সময় অবর্তীণ হয়েছে, ৬১২খৃ: ন্য়।

যেহেতু ৬১২ খৃ: কোরআনের ৫৪তম অধ্যায় নাজিল হয়নি একথা প্রমানিত। তাই প্রশ্নে উল্লেখিত হাদিস বাতিল হয় না কারণ ৫৪তম অধ্যায় নাজিল কালে আয়শার রা.বয়স ৪ বা তার চেয়ে কিছু বেশি। আর ঐ সমস্ত হাদিস যেখানে আয়শার রা. বিবাহ ৬ বৎসর বয়সে, আর উঠিয়ে নেওয়া ৯ বৎসর বয়সে, আর আঠার বৎসর বয়সে বিধবা হওয়ার কথা উল্লেখ আছে সে সমস্ত হাদিসও বাতিল হওয়া আবশ্যক হয় না। আল্লাহই সর্বধিক জ্ঞানী।

২নং পয়েন্ট

গবেষক সাহেব দ্বিতীয় যুক্তি উপস্থাপন করেছেন"অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে আয়শা রা. বদর যুদ্ধে৬২৪ খৃ: ও অহুদ যুদ্ধ ৬২৫ খৃ: অংশ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য রাসুল সা. এর বাহিনীতে ১৫ বৎসরের কম বয়স্কদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং আয়শার বয়স ৬/৯ ছিল না বলাই বাহুল্য"

সন্মানিত গবেষক সাহেব এখানে যুক্তির অবতারনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.এর একটি হাদিসের মাধ্যমে,যেখানে তিনি বলেন অহুদের যুদ্ধের সময় আমাকে রাসুলুল্লাহ সা.এর নিকট পেশ করা হল, তখন আমার বয়স ১৪ বৎসর। রাসুল স. আমাকে লড়াইয়ের অনুমতি দেননি, পরবর্তীতে খন্দকের যুদ্ধের সময় আবারো আমাকে পেশ করা হল। এবার আমাকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করলেন, তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর। আর যেহেতু আয়শা রা. বদর ওহুদে অংশ গ্রহণ করেছেন তাহলে নি:সন্দেহে তার বয়স ১৫ এর উর্ধে ছিল।

কিন্তু আমরা আপনার এই খোড়া যুক্তি মানতে পারছি না, কেননা উক্ত হাদিসে রাসুল সা.ইবনে ওমরা রা. কে ফেরত পাঠিয়েছিলেন এ কারনে যে, ইবনে ওমরা রা. সরাসরি কাফেরদের মোকাবেলায় অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। আর সরাসরি কাফেরদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া জরুরী, কিন্তু তিনি তখন প্রাপ্ত বয়স্ক হন নি, তাই রাসুল সা. তাকে ফেরত দিয়েছিলেন। পক্ষন্তরে মহিলা বাচ্চারা রাসূল সা.এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন এটা ঐতিহাসিক সত্য কিন্তু কেন? এজন্যই যে, তারা যখমী, আহতদের পানি পান, সেবাশুশ্রষা করতেন। সরাসরি কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য নয়।

দলীল ১. মুসলিম শরীফে ইবনে ওমর রা.,থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال فلم يجزنى (فتح الباري: ٥/٣٢٨)

অহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ এর জন্য আমাকে রাসূল সা.এর নিকট পেশ করা হয়েছে, কিন্তু রাসুল সা. আমাকে অনুমতি দেননি। (ফাতহুল বারী ৫/৩২৮)

বুখারীতে উল্লেখিত ইবনে ওমর রা. হাদিসের ব্যাখ্যায় ফতহুল বারীতে উল্লেখ আছে,

قوله أجازه: امضاه واذن له في القتال

তাকে উল্লেখিত লড়াইয়ে অংশগ্রহণ এর অনুমতি দিয়েছিলেন (ফাতহুল বারী : খৃ: পৃ:৪৮৩)

উল্লেখ্য মুসলিম শরীফের হাদিস এবং বুখারীর হাদিসের ব্যাখ্যায় 'ফিল কিতাল' শব্দ এসেছে যা সরাসরি কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের দিকে ইঙ্গিত বহ।

দলীল ২ : উন্মে আতিয়া রা. বলেন,

فكنا نقوم على المرضى ونداوى الكلمى

আমরা রাসুল সা. এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহন করতাম আহত যখমিদের সেবা করার জন্য । (বুখারী : ১/১৩৪)

রুবাই বিনতে মুয়াওয়েজ রা. বলেন,

كنا نغزو مع النبى صلى الله عليه وسلم فنسقى القوم ونخدمهم ونداوى الجرحى (بخارى: رقم٢٦٦٩-٧٠)

আমরা রাসুল সা.এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহন করতাম আমাদের স্বজাতীয়দেরকে পানী পান ও তাদের খেদমত, এবং আহতদের ব্যান্ডেজ ইত্যাদি করতাম। (বুখারী হা:২৬৬৯-২৬৭০)

ওমর রা. বলেন,

كانت ام سليط تزفر لنا القرب يوم احد

উন্মে সালিত রা.অহুদের যুদ্ধে আমাদের জন্য চামড়ার পাত্র ভরে পানি নিয়ে আসতেন। (বুখারী হা: ২৬৬৭-২৬৬৮/মুসলিম হা: ১৮১০-১৮১১)

وكان حسان بن ثابت معنا فيه ، مع النساء والصبيان الخ...

খন্দকের যুদ্ধে হাচ্ছান বিন সাবিত রা. ঐ কেল্লার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন যখানে মহিলা ও বাচ্চারা ছিল (সিরাতে ইবনে হিশাম ৩/১১৩/আল বিদায়া ও নিহায়া ৪/১১৮)

উপরের আলোচনা ;দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হল ইবনে ওমর রা. এর বয়স দ্বারা আয়শা রা. বয়সের সমর্থন হয় না। যেখানে আয়শা রা. নিজেই বলছেন আমার বিবাহ হয়েছে ৬ বৎসর বয়সে এবং আমাকে রাসুল সা. উঠিয়ে নিয়েছেন ৯ বৎসর বয়সে সেখানে উল্লেখিত বয়সে তার বিবাহ হয়নি একথা প্রমানের জন্য অন্য কিছুর সাহায্য গ্রহন করা দুরবর্তী।

দ্বিতীয়ত হাদিস, সিরাত, ইতিহাস ইত্যাদির উদ্ধৃতির আলোকে একথা স্পষ্ট হল যে ইবনে ওমর রা.যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে চেয়েছিলেন সরাসরি কাফিরদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য। কিন্তু মহিলারা যুদ্ধে অংশগ্রহন করত আহদের সেবা শুশ্রষা ও পানি পান করানোর জন্য। কাফেরদের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য নয়। আর এটাতো বলাই বাহুল্য যে, এ সমস্ত কাজের জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া জরুরী নয়, প্রয়োজনও নেই। কেননা এধরনের কাজ অল্প বয়স্ক বাচ্চারা সম্পাদন করতে পারে।তাছাড়া তখন আয়শা রা. বয়স ১১ বা তার কিছু কম ছিল এটা এমন বয়স নয় যে, এ বয়সের বাচ্চারা পানি পান করানো বা এধরনের হালকা কাজ করতে পারে না। সুতরাং রাসুল সা.কর্তৃক ইবনে ওমর রা.কে নিষেধ করার হাদিসের দ্বারা আয়শা রা. এর বিবাহের বয়স নির্ধারণ করার কোন সুযোগ নেই। তাই উক্ত ইবনে ওমর রা.এর হাদিস দ্বারা আয়শা রা. বয়স বিবাহর সময় ৬এর উর্ধ্বে ছিল এ কথা বলার কোন সুযোগ নেই।

৩নং পয়েন্ট

সম্মানিত গবেষক সাহেব বিবাহের সময় আয়শা রা. এর বয়স ১৮/১৯ ছিল এটা প্রমান করার জন্য তৃতীয় যুক্তি পেশ করেছেন "আয়শার বোন আছমা রা. আয়শার চেয়ে ১০ বৎসরের বড় ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় আছমা ৭৩ হিজরীতে যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স ছিল ১০০ বৎসর সেই হিসেবে ১ম হিজরীতে আছমার বয়স ছিল ২৭ বৎসর । আর আয়শার বয়স ১৭এর কম নয়। তাহলে ৬২৩ খৃ: তার বয়স ১৮/১৯ বছর"।

এখানে গবেষক সাহেব রেফারেন্স বুক হিসেবে উল্লেখ করেছেন'সিয়ারু আলামিন নুবালা' কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তিনি মূল আরবী পাঠ উল্লেখ করেন নি। তাই আমরা মূল আরবী পাঠ উল্লেখ করছি যাতে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সহজ হয়।

وكانت اسن من عائشة "ببضع" عشرة سنة (سير اعلام النبلاء: ٣/٥٢٠ ترجمة اسماء)

এবং তিনি(আছমা বিনতে আবু বকর) ছিলেন আয়শার দশ বৎসরের চেয়ে কিছু বড়। ('সিয়ারু আলামিন নুবালা' ৩/৫২০ আছমার জীবন বৃত্তান্ত)

লক্ষনীয় বিষয় উল্লেখিত মূল পাঠে بضع একটা শব্দ এসেছে। আর সন্মানিত গবেষক সাহেব কি এজন্যই মূল পাঠ উল্লেখ করেন নি? যাতে মানুষ بضع শব্দের মর্ম বুঝতে না পারে বিষয়টা এমন নয় তো? কারন আরবী ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞাত প্রতিটি ব্যক্তিই জানেন যে, আরবী ভাষিরা তিন থেকে নয় পর্যন্ত ভাঙ্গা সংখ্যার ক্ষেত্রে بضع শব্দটা ব্যবহার করে থাকে।

البضع في العدد ما بين الثلاث الى التسع (النهاية: صـ ٨٠ حرف الباء)

بضع শব্দটা সংখ্যায় তিন থেকে নয় এর মধ্যবতী সংখ্যার উপর ব্যবহৃত হয়(নেহায়া পৃ: ৮০)

البضع يقال ذلك لما بين الثلاث الى العشرة (المفردات في غريب القران : صـ ٦٠ حرف الباء)

بضع শব্দটা তিন থেকে দশ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সংখ্যার জন্য বলা হয় (আল মুফরাদাত ফি গরীবিল কুরআন পৃ . ৬০)

البضع ما بين الثلاثة الى ما دون العشرة (لسان العرب: ١/٨٣٧ حرف الباء)

بضع শব্দটা তিন থেকে দশ এর নিচের সংখ্যার ক্ষেত্রে বলা হয় (লিসানুল আরব ১/৪৩৮)

এছাড়াও আমরা আরবদের মধ্যে এ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখতে পাই যেখানে তারা তিন থেকে নয় পর্যন্ত ভাঙ্গা সংখ্যার ক্ষেত্রে بضع শব্দটা প্রয়োগ করে যেমন

تزوج (رسول الله صلى الله عليه وسلم) فى الجاهلية وهو ابن "بضع" عشرين سنة خديجة بنت خويلد (تاريخ امم الملك للطبرى: ٢/٢٥١ ذكر الخبر عن ازواج الرسول)

রাসল সা. জাহেলি যুগে খাদিজা রা. কে বিবাহ করেন যখন রাসুল সা. বয়স ২০ এর চেয়ে **'কিছু বেশি'**। (তারিখে তাবারি ২/২৫১ রাসূর সা. স্ত্রীগনের আলোচনা অধ্যায়) এখানে بضع শব্দটি পাঁচের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে। কারন এটা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমানিত যে রাসুল সা. কর্তৃক খাদিজাকে বিবাহ সময় রাসুল সা. বয়স ২৫ বৎসর। এখন যদি بضع শব্দের অর্থ বাদ দেয়া হয় তাহলে অর্থ হবে:রাসূলুল্লাহ সা.জাহেলী যুগে খাদিজা রা. কে বিবাহ করেন, যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর বয়স ২০ বছর। যা চরম ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল بضع শব্দটা আরবরা তিন থেকে নয় পর্যন্ত ভাঙ্গা সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। এখন যদি কেউ بضع আরবী শব্দ বাদ দিয়ে অর্থ করে তাহলে নি:সন্দেহে তিনি প্রকাশ্য ভুলের মধ্যে নিপতিত হবেন। কারণ তখন বাক্যের অর্থ হবে তা যা প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন। কারণ আরবরা যেহেতু ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে উক্ত بضع শব্দটি ব্যবহার করে তাই (তারা ১৩,১৪...১৯ পর্যন্ত এভাবে ২৩,২৪,...২৯ পর্যন্ত) ক্রমান্বয়ে যত সংখ্যায় ব্যবহার করা যায়, তত সংখ্যায় তারা ব্যবহার করতে পারে। যখন উক্ত শব্দটির অর্থ করা হবে না, তখন بضع عشر.بضع عشرون এ ধরনের বাক্যের অর্থ হবে, দশ,বিশ,যা স্পষ্ট ভুল, কারণ সেখানেبضعএকটা শব্দ আছে যা ইঙ্গিত করছে এখানে তিন-নয় পর্যন্ত যে কোন একটা সংখ্যা উক্ত সংখ্যার সাথে যোগ হবে। যা অবস্থাভেদে বুঝা যাবে। তাহলে যদি দশের সাথে بضع শব্দের কারেন আরো তিন যোগ করি তাহলে হবে তের, এভাবে ক্রমান্বয়ে যদি নয় যোগ করি তাহলে হবে উনিশ। কোথায় তের বা উনিশ আর কোথায় দশ। এ ভ্রান্তি শুধুমাত্র بضع শব্দ বাদ দেয়ার কারনে সৃষ্টি হয়েছে।

আর ঠিক এ ভুলটিই এখানে হয়েছে : আল্লামা জাহাবী রহ. লিখেছেন, 'আছমা রা. আয়শা রা. থেকে দশ বছরের **কিছু বড়** ছিলেন।' এখানে (কিছু এর আারবী অর্থ بضع) গবেষক সাহেব, **কিছু** বাদ দিয়ে সরাসরি লিখেছেন 'আছমা রা.আয়শা রা. এর চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন'। ফলাফল হল : ৭৩ হিজরীতে যখন আছমা রা.মারা যান তখন তার বয়স ১০০ বছর, তাহলে প্রথম হিজরীতে তার বয়স ২৭ বছর। আর আয়শা রা. যেহেতু (তার বক্তব্য অনুযায়ী) আছমার চেয়ে দশ বছরের ছোট, তাই নিশ্চয়ই প্রথম হিজরীতে আয়শার রা. বয়স ১৭ হয়।

আল্লামা জাহাবী রহ. এর উক্ত বাক্যের অর্থ করতে গিয়ে গবেষক সাহেব হোচট খেয়েছেন। তিনি بضع (কিছু বড়) এর অর্থ বাদ দিয়েছেন, তাই তার অংকে ভুল হয়েছে। আল্লামা জাহাবী রহ. এর উক্ত বাক্যে আয়শা রা. এর বিয়ে হয়েছে ১৮/১৯ বছর বয়সে এমন কথার কোন দলীল নেই। কারন ইতিপূর্বেই জেনেছি আরবরা بضع শব্দটা ৩-৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। তাহলে জাহাবী রহ. এর বাক্যে بضع দ্বারা উদ্দেশ্যএর সর্বোচ্চ সংখ্যা ৯ অর্থাৎ ১০ এর সঙ্গে ৯ যোগ করলে যোগফল হবে উনিশ, তখন জাহাবী রহ.এর উক্ত বাক্যের অর্থ হবে আছমা রা.আয়শা রা. চেয়ে উনিশ বছরের বড়। তাহলে প্রথম হিজরীতে যখন আছমা রা.এর বয়স ২৭ বছর তখন আয়শা রা.এর বয়স ৮ বছর। আর যদি সর্বনিম্ন সংখ্যা ৩ ধরা হয় তাহলে আছমা রা. আয়শা রা.এর চেয়ে ১৩ বছরের বড় এ হিসেব অনুযায়ী প্রথম হিজরীতে যখন আছমা রা. এর বয়স ২৭ তখন আয়শা রা.এর বয়স ১৪ বছর হয় কোন ক্রমেই ১৭ বছর হয় না।

এখন প্রশ্ন হল জাহাবী রহ.এর উদ্দেশ্য بضع শব্দ দ্বারা সর্বোচ্চ সংখ্যা না সর্বনিম্ন সংখ্যা কোনটি ? আমরা বলি এখানে بضع শব্দ দ্বারা তার উদ্দেশ্য সর্বচ্চো সংখ্যা। কারন তিনি পরবর্তীতে স্পষ্ট লিখেছেন।

وتزوجها نبي الله قبل مهاجره بعد وفات خديجة بنت خويلد ... ودخل بها في شوال ... وهى ابنت تسع (السير: ৩/৪৩৪ ترجمة عائشة)

রাসুল সা. তাকে বিবাহ করেছেন খাদিজা রা. এর মৃত্যুর পর হিজরতের পূর্বে এবং তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন শাওয়াল মাসে তখন তার বয়স নয় বৎসর। ('সিয়ারু আলামিন নুবালা' ৩/৪৩৪ আয়শার জীবন বৃত্তান্ত)

আল্লামা জাহাবী রহ.এর উপরিক্ত কথা দ্বারা স্পষ্ট যে, তিনি আসমার জীবনীতে বলেছেন,'আয়শার চেয়ে আসমা ১০ বৎসরের কিছু বড়' এখানে 'কিছু বড় ' এর আরবী অর্থ بضع দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ সংখ্য ৯ অর্থাৎ ১ম হিজরীতে আয়শার বয়স ৮ বছর। উঠিয়ে নেওয়ার সময় বয়স ৯ বৎসর সুতরাং আল্লামা জাহাবী রহ.এর দুকথার মাঝে কোন অসমাঞ্জস্যতা নেই। তাই জাহাবীর কথা দ্বারা আয়শা রা. বয়স বিবাহর সময় ১৮/১৯ ছিল এ সংক্রান্ত কথার দলীল দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

কিন্তু দু:খ জনক হলেও সত্য যে, গবেষক সাহেব 'সিয়ারু আলামিন নুবালায়' আয়শার জীবনীর জন্য আসমা রা.এর জীবন বৃত্তান্ততো দেখলেন কিন্তু হয়ত বা আয়শার জীবন বৃত্তান্তই দেখেননি?

দ্বিতীয় রোফারেন্স বুক হিসেবে উল্লেখ করেছেন আল্লামা ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছির রহ.এর ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ'আল বিদায়া ও নিহায়া' কে ।

এখানেও ঐ একই ব্যাপার তিনি আয়শার জীবনী জানতে আসমা এর জীবন বৃত্তান্ত পড়েছেন। কিন্তু আয়শার জীবনী হয়ত তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। যদি দৃষ্টিগোচর হতই তাহলে এমন একটি কথা যা ইসলামী ইতিহাস এবং অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিসের বিপরীত তা লিখে দিতে পারতেন না। ইবনে কাছির রহ. লিখেন

تزوجها وهى ابنة ست سنين وبنى بها وهى ابنة تسع سنين مالا خلاف فيه بين الناس (البداية والنهاية: ৩/১০৭ فصل في تزويجه بعد خديجة)

রাসুল সা.আয়শাকে বিবাহ করেছেন ৬ বৎসর বয়সে উঠিয়ে নিয়েছেন ৯ বৎসর বয়সে। এ ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। (আল বিদায়া ও নিহায়া ৩/১০৭)

সুতরাং আপনার কাধেই বিচার ভার ন্যস্ত করছি একদিকে ঐসব বিশুদ্ধ হাদিস যেখানে আয়শার বিবাহ বয়স ৬ বছর বলে উল্লেখ আছে ও সমস্ত ঐতিহাসিক এবং ইসলামি ইতিহাস যেখানে বিবাহর সময় আয়শার বয়স ৬ এবং উঠিয়ে নেওয়ার সময় ৯ বিবৃত হয়েছে। অপর দিকে এক জন ব্যক্তির মাত্র উক্তি তাও আবার তার আরেক উক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন একটি উক্তির কি বা মূল্যমান থাকতে পারে ? আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক জ্ঞানী।

৪নং পয়েন্ট

প্রশ্নকারী চতুর্থ যুক্তি পেশ করেছেন, "প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারীর বই থেকে পাওয়া যায়, আবু বকরের চার সন্তান ছিল, তারা সকলেই ইসলাম পূর্ব যুগে জন্মগ্রহণ করেছে। ইসলাম পূর্বযুগ ৬১০ খৃ. শেষ হয়। তাহলে নিশ্চয় আয়শা রা. এর জন্ম ৬১০ খৃ. এর পূর্বে। সেহিসেবেও তিনি বিয়ের আগেও ছয়-নয় বছরের ছিলেন না।" সম্মানিত গবেষক সাহেব আমরা শুরু থেকেই লক্ষ করছি যে, আপনি কোন উদ্বৃতিতেই বইয়ের মূল পাঠ উল্লেখ করছেন না। আল্লামা তবারী লিখেন,

قال تزوج أبو بكر في الجاهلية قتيلة ... فولدت له عبد الله وأسماء وتزوج ايضا في الجاهلية أم رومان بنت عامر ... فولدت له عبد الرحمن وعائشة فكل هؤلاء الاربعة من أولاده ولدوا من زوجتيه اللتين سميناهما في الجاهلية . ملخصا (تاريخ الطبرى: 616/2)

আল্লামা তাবারী তার সূত্রে উল্লেখ করেন, আবু বকর রা. জাহেলী যুগে কাতিলাহ বিনতে আব্দুল উজ্জাকে বিবাহ করেন, তার থেকে দু'সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আব্দুল্লাহ ও আসমা নামীয় এবং জাহেলী যুগেই উন্মে রূমান বিনতে আমেরকে বিবাহ করেন, তার থেকেও দু'সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আব্দুর রহমান ও আয়শা নামীয়। আবু বকরের সন্তানদের মধ্য থেকে এই চারও সন্তান যারা জন্ম গ্রহণ করেছে ঐ দু স্ত্রী থেকে যাদেরকে তিনি বিবাহ করেছেন জাহেলী যুগে। যাদের আলোচনা আমরা করেছি।

গবেষক সাহেব "তারা সকলে ইসলাম পূর্বযুগে জন্মগ্রহণ করেছে" এই বাক্যটি **ولدوا من زوجتيه اللتين سميناهما في الجاهلية**। এই মূল পাঠ থেকে গ্রহণ করেছেন।

গবেষক সাহেব আরবী বাক্যটির অর্থ যেভাবে করলেন তাতে আরবী বাক্যটির মূলরুপ হয় এমন,

ولدوا في الجاهلية من زوجتيه اللتين سميناهما

তারা জন্মগ্রহণ করেছে জাহেলী যুগে, ঐ দুই স্ত্রী থেকে যাদের আলোচনা আমরা করেছি।

কিন্তু আরবী গ্রামার সম্পর্কে জ্ঞাত প্রতিটি ব্যক্তিই জানেন এই আরবী বাক্যটিতে এই এক রূপ ব্যতীত অন্যরূপও হতে পারে। যেমন

ولدوا من زوجتيه متزوجا اياهمافي الجاهلية اللتين سميناهما

তখন বাক্যটির অর্থ হবে, তারা সকলে তার ঐ দুস্ত্রী থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাদেরকে তিনি জাহেলীযুগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন।[১] এছাড়াও এ বাক্যটির আরও অনেক রূপ হতে পারে।

এখানে যেহেতু মূল পাঠের কয়েকটি রূপ হতে পারে। যদিও প্রশ্নকারী শুধুমাত্র একটি রূপই আলোচনা করেছেন যদ্দারা তিনি প্রমাণও পেশ করেছেন জাহেলীযুগে আয়শার জন্মের ব্যাপারে। অথচ অন্যান্য রূপের কোন আলোচনাই করেন নি। তাই শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন থেকেই যায় যে, এসব সুরতের কোন সুরত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারীর উদ্দেশ্য? এ প্রশ্নের উত্তরে বলব, ঐতিহাসিক তাবারীর গ্রন্থ তারিখে তাবারী অধ্যায়নে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তার উদ্দেশ্য মূল বাক্যটির দ্বিতীয়রূপ অর্থাৎ যে সুরতে বাক্যটির মর্ম হয় আবু বকর রা. এর ৪ সন্তান যারা জন্মগ্রহন করেছে ঐ দু স্ত্রী থেকে যাদেরকে তিনি বিবাহ করেছেন জাহেলী যুগে। কারণ তিনি তার গ্রন্থের ২নং খন্ডের ২৫১ নং পৃষ্ঠায় আয়শার ব্যাপারে বলেন, যখন আয়শার বিবাহ হয়, তখন তিনি বাচ্চা বয়স্কা, স্ত্রী সুলভ আচরনের বয়স তখনও তার হয়নি। পরবর্তীতে ৬নং খন্ডের ৩৫২নং পৃষ্ঠায় স্পষ্ট উল্লেখ করেন, আয়শার বিবাহ হয় হিজরতের তিন বছর পূর্বে শাওয়াল মাসে এবং যখন রাসূল সা. তাকে উঠিয়ে নেন তখন তর বয়স ৯ বৎসর। এমতাবস্থায় বাক্যটির ১ম সুরত ধরে আয়শার জন্ম জাহেলীযুগে একথা বলার কি যৌক্তিকতা আছে? আর কেনইবা তিনি এমনটি করলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। (আল্লাহই মহাজ্ঞানী)

৫নং পয়েন্ট

আয়শা রা. এর বয়স বিবাহ সময় ১৮/১৯ প্রমাণ করার জন্য ৫নং প্রমাণ পেশ করেছেন " প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম থেকে জানা যায়, আয়শা রা. হযরত ওমরের বেশ আগে ইসলাম গ্রহণ করেন"

যথাযথ সম্মান পদর্শন পূর্বক একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি আপনি যে গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়েছেন, সে গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যায়নের পরও কোথাও এমন কথা পাইনি যে আয়শা ওমরের বেশ আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই আপনার কাছে সবিনয় নিবেদন, অনুগ্রহ পূর্বক উক্ত কথাটি কোন অধ্যায়ের কোন অনুচ্ছেদে আছে তার নামসহ পূর্ণ আরবী পাঠ উল্লেখ করেদিন।

দ্বিতীয় কথা হলঃ এখানে আপনি আয়শার জন্ম ৬১০ খৃ. এর আগে এটা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তারপর লিখেছেন আয়শা ৬১০খৃ. এর কাছাকাছি সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। আরও লেখেন কোন ধর্ম গ্রহণের ন্যুনতম বয়স ৬/৭ হলেও তার ছিল।

আপনার কথা অনুযায়ী যদি আয়শা ৬১১ খৃ. ইসলাম গ্রহণ করেছে ধরি তাহলে তার জন্ম নবুয়াতের ৪ বছর পূর্বে। (কারণ আপনি লিখেছেন কোন ধর্ম গ্রহণের ন্যুনতম বয়স ৬/৭ হলেও তার ছিল।) যখন রাসূলের বয়স ৩৬ বছর।

---

[১] ولدوا ফে'ল- ضمير ফায়েল من হরফে জার زوج মুযাফ ০ জমীর জুলহাল متزوجا শিবা ফেল, যমীর ফায়েল اياهما মাফয়ূলে বিহি الجاهلية فى জার মাজরুর মিলে মুতায়াল্লাক متزوجا এর সাথে متزوجا তার ফায়েল মাফয়ূল মুতায়াল্লাক এর সাথে মিলে হাল। হাল তার জুলহাল এর সাথে মিলে زوج মুযাফের এর মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ মুযাফ ইলাহি এর সাথে মিলে মাজরুর من হরফে জার এর। জার মাজরুর এর সাথে মিলে মুতায়াল্লাক ولدوا ফেয়েল এর সাথে। ফেয়েল ফায়েল মুতায়াল্লাক মিলে জুমলা ফেলিয়া।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ৭নং পয়েন্টে আপনি উল্লেখ করেছেন "ফাতেমা রা. আয়শা রা. এর চেয়ে ৫ বছর বড়। আর ফাতেমার জন্মের সময় রাসূল সা. এর বয়স ৩৫ বছর।" উপরে উল্লেখ করেছি আপনার হিসাবমতে আয়শার জন্ম নবুয়াতের ৪ বছর পূর্বে যখন রাসূলের বয়স ৩৬ বছর। তাহলে ফাতেমা রা. আয়শার চেয়ে ৫ বছরের বড় কিভাবে হন?

আমরা আশ্চর্য বোধ করি এভেবে যে, এমন স্পষ্ট ভ্রান্তি, আপনার তীক্ষ্ম চোখকে ফাকি দিল কি করে? (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)

৬নং পয়েন্ট

বিবাহ সময় আয়শা বয়স ১৮/১৯ ছিল। প্রমাণের জন্য তিনি ৬নং প্রমাণ পেশ করেছেন। "মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হযরত খাদিজা রা. এর মৃত্যুর পর (৬২০ খৃ.) রাসূল সা. এর জন্য খাওলা নামের একজন ২টা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। যার মধ্যে আয়শা রা. এর নাম উল্লেখ করার সময় একজন পূর্ণ বয়স্কা যুবতী হিসেবেই উল্লেখ করেন, ছোট্ট শিশু হিসেবে নয়।"

অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার তিনি মুসনাদে আহমাদের যে হাদীসের উদ্ধৃতী দিলেন, সেখানে স্পষ্ট তো দূরের কথা পরোক্ষ ভাবেও বুঝে আসে না, খাওলা রা. কর্তৃক রাসূল সা. কে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়ার সময় আয়শা নাম একজন পূর্ণ বয়স্কা যুবতী হিসেবেই দিয়েছেন, ছোট্ট শিশু হিসাবে নয়। বরং এ হাদীসেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যে বিবাহের সময় আয়শা ৬ বছর বয়স্কা ছিলেন।

وعائشة يومئذ بنت ست سنين

এবং আয়শা এ সময় ছয় বছর বয়স্কা ছিলেন।

এবং হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ আছে, আয়শা বলেন, আর রাসূল সা. যখন আমাকে উঠিয়ে নেন তখন আমার বয়স নয় বছর। (মুসনাদে আহমদ, ৬/২১০ হা. ২৫৬৯)

পুরাপ্রশ্ন পত্রে সন্মানিত গবেষক সাহেব ৭টি যুক্তি পেশ করেছেন যা দেখে মনে হয়, আপনি খুবই যুক্তিবাদি। কিন্তু এমন একটি অযৌক্তিক কাজ কি করে করলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়? সুতরাং আমরা আপনার নিকট সবিনয় নিবেদন করি অনুগ্রহ পূর্বক উক্ত হাদীসটি দ্বিতীয়বার পড়ুন এবং দেখুন আপনার দাবীর পক্ষের দলীল না বিপক্ষের দলীল।

৭নং পয়েন্ট

৭নং যুক্তি পেশ করেছেন, "ইবনে হাজার আসকালানীর মতে ফাতেমা রা. আয়শার চেয়ে ৫ বছরের বড় ছিলেন। ফাতেমা এর জন্মের সময় রাসুল সা. এর বয়স ৩৫ ছিল।

উত্তরের পূর্বে জিজ্ঞাস করতে চাই, আপনি যেসব গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়েছেন, সেসব গ্রন্থ আপনি নিজেই কি স্টাডি করেছেন? না এ বিষয়ে অন্য কোন লেখকের লেখা পড়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে তাই এ প্রশ্ন করেছেন?

যদি বিষয়টি এমন হয় যে, অন্য লেখকের লেখা পড়ে সন্দেহের সৃষ্টি তাই এ প্রশ্ন। তাহলে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই সত্য জানার এ প্রবল আগ্রহের জন্য এবং এমর্মে সতর্ক করতে চাই আপনি যে লেখকের লেখা পড়েছেন তিনি নিশ্চয় প্রাচ্যবিদ (ঐসব বিধর্মী যারা, ইসলাম তথা কুরআন সুন্নাহ, সীরাত, ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে) অথবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত কোন লেখক। আর এদের কাজ হল মুসলমানদের অন্তরে কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহের বীজ বপন করা। একাজ তারা আঞ্জাম দেয় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। কখনো

তারা বাক্য কম বেশী করে লেখকের নামে চালিয়ে দেয়। যেমন ৩নং পয়েন্টাই দেখুন, সেখানে بضع শব্দটি গ্রন্থাকার উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রশ্নপত্রে তার কোন উল্লেখ নেই।

কখনো বা তারা যে গ্রন্থের রেফারেন্স দেয় ঐ গ্রন্থ লেখক একটা কথা অন্যের বরাতে উল্লেখ করেন, আর লেখকের মতামত ভিন্ন থাকে। কিন্তু এসব প্রাচ্যবিদরা অন্যের উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত কথাটি গ্রন্থ লেখকের নামে চালিয়ে দেন, যাদ্বারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যেমন এই ৭নং পয়েন্টটাই দেখুন।

আবার দেখা যায় কখনো যে গ্রন্থের রেফারেন্স তারা দেয় ঐ গ্রন্থে তাদের উল্লেখিত বিষয়টি তো থাকেই না বরং তার উল্টা পাওয়া যায়। যেমন ৬নং পয়েন্ট সেখানে মুসনাদে আহমাদ উদ্ধৃতি আছে কিন্তু উল্লেখিত হাদীস তাদের দাবীর বিপরীত। এদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন। "আল ইশস্তেশরাক ওয়াল মুসতাশরিকুন" ড. মুস্তফা সিবাায়ী রহ. লিখিত।

আর যদি ব্যপারটা এমন না হয় তাহলে বিষয়টা কতখানি স্পর্শ কাতর একবার ভেবে দেখেছেন কি? কারন কোন সাধারণ মুসলমান যারা্ ইসলামী জ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করে নি,যখন এ লেখাটি পড়বে তখন নি:সন্দেহে ইসলামী শরীআর দ্বিতীয় মূল উৎস সুন্নাহর বিশুদ্ধতার ব্যপারে সন্দিহান হয়ে পড়বে। আর্ এ কারনে যত মানুষ পথ ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে তার দায়ভার আপনার কাধেই বর্তাবে।

এখন আমরা মূল প্রশ্নের উত্তরে আসছি, আপনি ইবনে হাজার আসকালানীর রহ.এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন ফাতেমা রা. আয়শা রা.এর চেয়ে ৫ বৎসরের বড়। আর ফাতেমা রা. জন্মের সময় রাসুল সা.্এর বয়স ৩৫ ছিল।

এখানে দুটি বাক্য প্রথম বাক্যে, ফাতেমা রা.আয়শা রা এর চেয়ে বড় একথা বিবৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে ফাতেমার জন্মের সময় রাসুল সা.এর বয়স কত ছিল এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রথম বাক্যটি হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর আর দ্বিতীয় বাক্যটি নি:সন্দেহে ইবনে হাজার আসকালানীর নয়। বরং দ্বিতীয় বাক্যটি তিনি আবু জাফর আল বাকের রহ,এর মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার রহ. এব্যপারে তার মত পরবর্তীতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন

وكان مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة او اكثر

এবং ফাতেমার জন্ম নবুয়াত প্রপ্তির ১ বৎসর বা তার কিছু পূর্বে।

এই হিসেবে আয়শার জন্ম নবুয়াতের চতুর্থ বৎসরে। একথাই তিনি পূর্বে আয়শা রা. জীবন বৃত্তান্তে উল্লেখ করে এসেছেন।

ولدت بعد المبعث باربع سنين أو خمس سنين

আয়শা রা. জন্মগ্রহন করেন নবুয়াতের চতুর্থ বা পঞ্চম বৎসরে।

তিনি আরো উল্লেখ করেন,

ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهى بنت ست سنين .... وادخل بها وهى بنت تسع وكان دخوله بها فى شوال سنة الاولى (الاصابة: ৪/৩৫৯ رقم: ৭০৪)

রাসুল রা.তাকে বিবাহ করেছেন ৬ বৎসর বয়সে্ উঠিয়ে নিয়েছেন প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে, ৯ বৎসর বয়সে (ইসাবা ৪/৩৫৯)। যেহেতু আপনি দুটি মত কেই ইবনে হাজারের নামে চালিয়ে দিয়েছেন কিন্তু বাস্তব এর বিপরীত তাই আপনি ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছেন।

আর যদি একথা নাই মানেন তাহলে আপনাকে ইবনে হাজার রহ. এর দুকথার মধ্যে (ফাতেমার জীবনীতে যা বলেছেন,আর আয়শার জীবনীতে যা বলেছেন) যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হচ্ছে তার সমাধান দিতে হবে।

উপরের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমানিত হল আয়শার বয়স বিবাহর সময় ৬ বৎসর উঠিয়ে নেওয়ার সময় ৯ বৎসর ছিল এ ঐতিহাসিক সত্যর মধ্যে আশা করি কোন ধরনের সংশয়ের অবকাশ নেই।

পরিশেষে :

মানুষ যেহেতু সামাজিক প্রানি তাই সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়, যদি তা শরয়ী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। বিবাহ যেমন সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট তেমনিভাবে দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর একটা জিনিস আমরা দেখতে পাই যে, আজ থেকে ৫০/১০০বছর আগের সামাজিক রীতি-নীতি আর বর্তমান সামাজচিত্র ও রীতি-নীতি এক রকম নয়। তাহলে আমরা বলতে পারি সামাজিক রীতি-নীতি পরিবর্তনশীল। আমরা সকলেই জানি রাসুল সা.এর আবির্ভাব আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে তখনকার আরবীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি,সামাজিক রীতি-নীতি আর এখনকার আরবের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি এক নয় এটাই স্বাভাবিক। তাই বর্তমান সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে তুলনা করে পূর্বের সামাজিক রীতি-নীতি বিষয়ক কোন ব্যপারে কারো প্রতি কটু মন্তব্য করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

রাসুল সা. এর জন্ম সময়কালীন আরবীয় ইতিহাস অধ্যায়নে একথা প্রমানিত হয় তখনকার সমাজে ছোট বাচ্চাদের বিবাহ প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয় বরং দুধের বাচ্চা, এমনকি যে বাচ্চা এখনও ভুমিষ্ট হয় নি তার পর্যন্ত। যেমন কুদামা ইবনে মাজউন যুবায়েরের একদিন বয়স্কা বাচ্চা বিবাহ দিয়েছিলেন। (মেরকাত ৩/৪১৭)

উন্মে সালমা এর অল্প বয়স্ক ছেলের বিবাহ হামজার অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সাথে দিয়েছিলেন। (আহকামুল কুরআন রাযি : ২/৫৫) এছাড়াও আরো অসংখ্য উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।

একথা প্রমানিত হল তখনকার আরবীয় সভ্যতায় বাল্য বিবাহ কোন দোষনীয় বিষয় ছিল না। সুতরাং যে বিষটা তখনকার সমাজে দোষনীয় ছিল না সে বিষয়টা নিয়ে যদি আজকের সমাজের সাথে তুলনা করে রাসল সা.এর নিন্দা করা হয় তাহলে নিন্দুকের এ নিন্দা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আর বোকামি ছাড়া আর কিবা বলা যেতে পারে?

দ্বিতীয়ত আরব গ্রীষ্ম আবহাওয়ার দেশ এ সমস্ত এলাকার মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্কা হয় তারাতারি। আর ইউরোপ ইত্যাদি নাতীশিতোষ্ন এলাকা এখানকার মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্কা হয় দেরিতে। সুতরাং ইউরোপের সাথে আরবকে তুলনা করার কিবা যুক্তি আছে? যেমন ধরুন আমাদের এই দেশে অনেক মেয়ে যারা হৃস্টপুষ্ট ৯/১০ বৎসরে প্রাপ্ত বয়স্কার মত হয়ে যায়। সুতরাং রাসুল সা.কে বাল্য বিবাহ দোষে দুষ্ট করার কোন সুযোগ মেডিকেল সায়েন্সের দৃষ্টিকোনেও নেই। আল্লাহ তায়ালাই মহাজ্ঞানী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলাম বিদ্বেষীদের হীন ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের ঈমান আমলকে হেফাজত করুন। আমিন।

সত্যায়নেঃ

মোঃ সাইফুল্লাহ বিন মাওঃ শহিদুল্লাহ খাঁন
ছাত্র :উচ্চতর হাদীস গবেষনা বিভাগ
আল-জামেয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
তারিখ:-১৫-০১-২০১৩ইং

মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা.
মুফতি আযম বাংলাদেশ
সাবেক প্রধান মুফ্তী জামিয়া বিন্নুরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।